দ্বিতীয় অধ্যায়

।। সংস্কৃত ও পাশ্চাত্ত্য রূপকের সংজ্ঞা পরিচয় ।।

ক) সংস্কৃত রূপকের সংজ্ঞা পরিচয় :-

''আমাদের আলঙ্কারিকেরা কাব্যকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া দিয়াছেন — শ্রব্য ও দৃশ্য কাব্য। যাহার শ্রবণ এবং অধ্যয়ন পর্যন্তই শেষ হয়, তাহাকে শ্রব্য কাব্য বলে এবং যাহার সেই পর্যন্তই শেষ নহে, যাহাকে অভিনয়ে পরিণত এবং জীবনদান করিয়া কাব্যকল্পনাকে কার্যে এবং ব্যবহারে ~~আমরা~~ প্রতিফলিত এবং দর্শকজনের চক্ষুর সমক্ষে প্রদর্শিত করা হয়। তাহাকেই দৃশ্য কাব্য কহে। এজন্য দৃশ্য-কাব্যের অন্যতম নাম রূপক — যাহাতে কাব্যে রূপ আরোপিত করে তাহাই রূপক।''[১]

প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে 'রূপক' শব্দটি নাটকাদিভেদে ২৮ প্রকার রূপক, উপরূপক অর্থে ব্যবহৃত হলেও ''রূপক'' এই বিশেষ শব্দটি দ্বারা মূলতঃ 'নাটক' বোঝান হ'ত। প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে আনন্দ উপভোগের তিনটি পৃথক বৈশিষ্ট্য ছিল — নৃত্ত, নৃত্য এবং নাট্য। নৃত্তের প্রচলন ছিল রাজসভায় প্রাঙ্গনে ও মন্দির চত্বরে, নগর বনিতাদের দ্বারা নৃত্তের কার্য সম্পাদিত হ'ত। তারা প্রাসঙ্গিক বাদ্যযন্ত্র বা সঙ্গীত ছাড়াই সাধারণতম অঙ্গসঞ্চালনের সাহায্যে 'নৃত্ত' পরিবেশন করত।

সভ্যতার অগ্রগতির বৈশিষ্ট্য হল বিশেষীকরণ — এক কাণ্ড থেকে নানা শাখার উদ্ভব। সেইভাবেই যাকে 'নৃত্ত' বলা হয়েছে সেই কাণ্ড থেকে মানুষ এই বিশেষীকরণ প্রবণতায় আনন্দ-উপভোগের বিশেষ ও নতুন পদ্ধতির সন্ধান করল। এবং অঙ্গ সঞ্চালনমূলক 'নৃত্ত'কে রঙ্গমঞ্চের অভিনয় বিদ্যা ও সঙ্গীতের সঙ্গে সংমিশ্রিত করে তার এক নতুন উন্নততর রূপ সম্পাদন করল। নাম দিল 'নৃত্য'। কিন্তু সমাজ দ্রুত অগ্রগতির পথে এগিয়েছে,

---

১। সাহিত্যে খুন — পূর্ণেন্দু বসু। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সমালোচনা সাহিত্য, পৃঃ - ৬৮

সাধারণ মানুষের মানসিক দিগন্তরেখা বিস্তৃততর হয়েছে। তাদের অমূর্ত ভাবনা যতোই গভীর থেকে গভীরতর হয়েছে ততই তারা আনন্দ উপভোগের জন্য বর্ণনাকলা দূরে এমন রূপের সন্ধান করল। এই সন্ধানের ফলে আবিষ্কৃত হ'ল নাট্য। নতুন একটি রূপের — যা নাট্য নামে অভিহিত হ'ল। এই 'নাট্য'ই ক্রমশঃ পরিশোধিত হয়ে বর্তমানে আজ এমন বিচিত্রমুখী রূপ গ্রহণ করেছে।

'নৃত্যের' উপর নির্ভরশীল আনন্দ উপভোগের গঠনকে আমাদের নাট্যবিদগণ বলেছেন 'উপরূপক', আর নাট্যের উপর নির্ভরশীল গঠনকে 'রূপক' বলে আখ্যাত করেছেন। D.R.Mankad লিখেছেন, 'The form of entertainment based on নৃত্য, our dramaturgists called উপরূপক - and the one based on নাট্য they designated as রূপক।''[২]

ধনঞ্জয় 'দশরূপক' গ্রন্থে নাটকের সংজ্ঞা দিয়ে বলেছেন — ''অবস্থার অনুকৃতি হলো নাট্য। দৃশ্যমানতার জন্য একে রূপ বলে অভিহিত করা হয়। রূপ আরোপের জন্য এর নাম রূপক।''[৩] 'বিশ্বকোষে' ধনঞ্জয়ের সমর্থনে বলা হয়েছে, 'রূপক' (ক্লী) রূপয়তীতি রূপি - ণ্বুল্।''[৪] এবং প্রধানতঃ নাটককেই রূপক বলা হয়েছে। ''১ নাটক। 'রূপারোপাত্তু রূপকং' রূপ আরোপিত হয়, এজন্য নাটককে রূপক কহে।''[৫] 'নাটক' অর্থে রূপকের ব্যবহার সংস্কৃত সাহিত্যে অপ্রতুল নয়। সাহিত্য — ইতিহাস বিদ্ D. R. Mankad তাঁর 'Types of sanskrit Drama" (1936) গ্রন্থে

---

২) Types of Sanskrit Drama, 1936. Introductory, Page-23.

৩। ধনঞ্জয়। দশরূপক — অনুবাদ - বিষ্ণুবসু। —১৩৮৯, পৃ - ১০।

৪। [illegible] (x)। বিশ্বকোষ, ষোড়শ ভাগ(য -র) পৃ- ৬৯০।

৫। ঐ

এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন। তাঁর অনুসরণে 'রূপক' শব্দের ইতিহাস আলোচনা করা যেতে পারে।

মূল 'রূপ' শব্দ থেকে 'রূপক' শব্দের ব্যুৎপত্তি, যার প্রকৃত অর্থ প্রাথমিক সাহিত্যে স্থির ছিল না। Sten Konow (San. D.P.-54) 'রূপ' শব্দটি অশোক-এর চতুর্থ প্রস্তর লিপিতে "shadow device" অর্থে ব্যবহৃত হয়েছিল প্রাচীন ভারতীয় 'Shadow Plays'- ছায়া নাটের অস্তিত্ব বোঝাতে।[৬] কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যের ঐতিহাসিক Keith 'রূপ'কে গ্রহণ করেছেন 'দৃশ্যময় উপস্থাপনা' (visible representation) অর্থে - (San. D.P. 54) এই বিষয়ে S. K. De তাঁকে সমর্থন করেছেন (IHQ Vol.VII P.544)। Mankad- এর অনুমান, ভারতীয় পুতুলনাচ অথবা মূক অভিনয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে শব্দটি গ্রহণ করতে ইচ্ছুক ছিলেন Keith তাঁর এরূপ চিন্তার কারণ বৌদ্ধ 'থেরা -গাথা'য় (V. 394 (See San. P.P.54) একটি পুতুলের নির্দেশনায় 'রূপরূপকম্' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছিল।[৭]

~~মিলিন্দপঞ্হ~~- এ 'রূপদক্ষ' শব্দটি শিল্পকলা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। (Page-344)।

নাট্যশাস্ত্রে 'রূপ' শব্দটি 'visible representation' অর্থে একাধিকবার ব্যবহৃত হয়েছে এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রেই 'mere beauty' অথবা 'form' অথবা 'রূপাভাস' অর্থে 'রূপ' শব্দটিকে প্রয়োগ করা হয়েছে। 'রূপ' শব্দটি 'নাট্যশাস্ত্রে' কোথাও কোথাও 'বাদ্য - বিশেষ' এবং কোথাও কোথাও "sort of special feature of dramatic representation" অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তবে নাট্য শাস্ত্রের পূর্বে নির্দিষ্ট 'দশরূপ' শব্দটি এই অর্থ বহন করে যে, 'রূপ' শব্দটি 'নাটকীয় উপস্থাপন' (Dramatic representation) অর্থে ব্যবহৃত হ'ত।[৮]

৬। D.R. Mankad/Types of Sanskrit Drama 1936, Page-27.

৭। ও ৮। D.R. Mankad/Types of Sanskrit Drama 1936, Page-27-28.

১.

Mankad আরও বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন 'রূপে'র প্রাথমিক ধারণা(early sense of রূপ), 'রূপয়তি' এবং 'রূপে'র অন্যান্য গঠন(other forms of রূপ) যখন অঙ্গ নির্দেশনায় ব্যবহৃত হ'ত তখন অর্থ হ'ত'' to act so as to represent visibly a particular situation or emotion."
একটি বিশেষ পরিস্থিতি বা আবেগের উপস্থাপনা ।[১] এখন বর্ত্তমান নাটকগুলি বিশ্লেষণ করে Mankad দেখেছেন যে এইরূপ অঙ্গনির্দেশনা যখন সঙ্কল্প বা মনস্থ করা হয়ে থাকে তখন, নট্, রূপ, অভি + নী ইত্যাদি মূল এবং নাটিতকেন, নাট্যেন, নাট্যয়তি, রূপয়তি, রূপয়িত্বা ইত্যাদির ন্যায় নাটকের গঠন ব্যবহৃত হয়ে থাকে । সবগুলি একই অর্থ বহন করে । কিন্তু সম্প্রতিন অনুসন্ধানের দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে পরবর্ত্তী নাটক - গুলিতে যেমন 'নাট্' এবং 'অভি - নী' প্রভৃতি একচেটিয়া ব্যবহৃত হয়েছে তেমনি পূর্ববর্ত্তী নাটকগুলিতে 'রূপ' শব্দটি বহুল ব্যবহৃত হ'ত : Mankad পূর্বকালীন নাটকগুলি থেকে সাক্ষ্য সংগ্রহ করেছেন । তিনি দেখেছেন, কালিদাস বিরচিত নাটকগুলিতে 'রূপ' ও নাট্' শব্দ দুটি বহুল ব্যবহৃত হয়েছে । 'বিক্রমোর্বশী'তে 'রূপ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে ১০ বার, নাট ১২ বার । 'মালবিকাগ্নিমিত্রে' দুটো মূলই ৭ বার ব্যবহৃত হয়েছে । 'অভিজ্ঞানশকুন্তলায়' উক্ত দুটি মূলই ব্যবহৃত হয়েছে ১১বার । আর 'নিরূপ্য' শব্দটি অন্যান্য নাটকে ব্যবহৃত হয়েছে 'closely observing'(খুঁটানুপুঙ্খ - পরিদর্শন) অর্থে, কিন্তুঅভিজ্ঞান শকুন্তলায়' দু'বার ব্যবহৃত হয়েছে 'visibly representing' (দৃশ্যময় উপস্থাপন) অর্থে – যেমন 'মদনবাধাং নিরূপ্য', 'কৌমুদীম - থোৎসব'– প্রাচীন নাটকে 'নাট্' মূলটি ব্যবহৃত হয়েছে একবার, 'রূপ' – দুবার । হর্ষের তিনটি নাটকে 'রূপের' একচেটিয়া প্রকাশ বোঝাতে 'নাট' শব্দটিকে ব্যবহার করা হয়েছে । অন্যপক্ষে হর্ষের সমসাময়িক মহেন্দ্র বিক্রমের 'মত্তবিলাস' নাটকে কেবল 'রূপ' শব্দটির ব্যবহার । ভবভূতি সাধারণতঃ নাট্ শব্দটিকে ব্যবহার করেছেন , কিন্তু

১। D.R.Mankad/Types of Sanskrit Drama 1936, Page-29.

১০.

'উত্তর রামচরিতে'র পঞ্চমাঙ্কে একবার 'রূপে'র ব্যবহার আছে। তৎকালীন নাটক 'আশ্চর্য চূড়ামণি'তে 'নাটের' ব্যবহার দু'বার কিন্তু রূপের ব্যবহার ১২ বার। 'মুদ্রারাক্ষস'-এ কেবল নাটের ব্যবহার, 'বেণীসংহারে' বেশীরভাগ ক্ষেত্রে 'নাট্য' ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু 'রূপ' ব্যবহৃত হয়েছে দু'বার। 'ধূর্তবিটসংবাদ'-এ 'রূপ' ব্যবহার হয়েছে একবার। উক্ত সমস্ত নাটকই 'দশরূপক' - এর পূর্বে রচিত। 'দশরূপকে'র পরে রচিত নাটকগুলি বিশ্লেষণ করে Mankad দেখেছেন পরবর্তী নাটকগুলিতে 'নাটের' একচেটিয়া ব্যবহার। ভাণ, প্রহসন, পারিজাত মঞ্জরী প্রভৃতি এবং বৎসরাজ, উৎসর্গ রাঘব, কৃষ্ণমালা ইত্যাদি দু'টি নাটকে কেবল 'নাটে'র ব্যবহার। কেবলমাত্র 'পার্বতী পরিণয়' ব্যতিক্রম – এই নাটকে 'রূপের' ব্যবহার চারবার কিন্তু 'নাটের' ব্যবহার তিনবার। Mankad 'দশরূপকে'র পূর্ববর্তী ও পরবর্তী নাটকগুলি পর্যালোচনা করে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন, 'দশরূপকে'র সময়ে 'রূপ' শব্দটি 'নাট' শব্দের দ্বারা অতিস্বীকৃত (superceded) হয়ে ব্যবহৃত হলেও 'দশরূপকে'র পরবর্তী নাটকগুলির প্রস্তাবনায় 'রূপক' শব্দটি 'নাটকার্থে ব্যাপক অভিধা' অর্থে (generic term for drama) ব্যবহৃত হয়েছিল। "It is found that রূপক, as a generic term for drama, came into general prevalence only after DR's age."[১০] 'দশরূপকে'র পূর্ববর্তী নাটকগুলি 'রূপক' সম্বন্ধে একেবারেই নীরব।

Mankad উপরিউক্ত বিশ্লেষণ থেকে লক্ষ্য করেছেন, 'নাট্' was the earlier root meaning 'to represent visibly' and নাট্য the earlier term meaning a drama[১১] নানান বিবর্তনের মাধ্যমে 'রূপ' শব্দটি অভিধা (root) ও লক্ষণা

১০। D.R.Mankad/Types of Sanskrit Drama, 1936, Chap=II, Rupaka P.30

১১। ঐ Page-31.

১৩.

এই ঐতিহাসিক পর্যালোচনা থেকে আমরা লক্ষ্য করি যে সংস্কৃত রূপকের একটা উদ্দেশ্য ছিল 'প্রত্যক্ষীকরণ', যাকে Keith বলেছেন, visible representation. সংস্কৃত রূপকের এই বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে আধুনিক রূপক বা allegory একটি সাদৃশ্য সূত্র আবিষ্কার করা সম্ভব। আধুনিক রূপক বা allegory -র বৈশিষ্ট্য হ'ল বিমূর্ত-ভাবকে মূর্ত করা। অবশ্য শিল্পমাত্র বা কাব্য -মাত্রেরই প্রধান বৈশিষ্ট্য ভাবকে মূর্ত করা। তাকে 'concreteness' বা অবয়বত্ব দান করা কিন্তু বিশেষভাবে এই বৈশিষ্ট্য রূপক সাহিত্য বা allegory - র বৈশিষ্ট্য। "Pilgrim's Progress" অথবা ''স্বপ্নপ্রয়াণ'' কাব্যে নায়কের আত্মিক বিবর্তন ইতিহাস রূপায়িত হয়েছে। সেই ইতিহাস ভাবমূলক। কিন্তু সেই ভাবমূলক ইতিহাসকে একটি কাল্পনিক যাত্রার বিবরণের মধ্য দিয়ে 'visible representation' দেওয়া হয়েছে, ভাবকে রূপ দেওয়া হয়েছে, অমূর্তকে মূর্ত করা হয়েছে। সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রের রূপকের এই বৈশিষ্ট্য আধুনিক রূপক বা allegory - তে লক্ষ্য করা যায় বলেই বলা চলে যে allegory জাতীয় রচনার নাম হিসেবে 'রূপক' শব্দটি সুপ্রযুক্ত।

(খ)

অলংকার - রূপক :-

সংস্কৃত নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস পর্যালোচনার পর আমরা রূপক শব্দের তাৎপর্যের সন্ধানে এবার আলোচনা করব অলঙ্কার শাস্ত্রে রূপকের পরিচয়।

আলংকারিক বিশ্বনাথ কবিরাজ 'রূপকে'র সংজ্ঞা দিয়ে বলেছেন, ''রূপকং রূপিতারোপাৎ বিষয়ে নিরপহ্নবে।'' (সাহিত্যদ০ ১০।৬৬১)
শ্রীযুক্ত হরিদাস সিদ্ধান্ত বাগীশ আচার্য মহাশয় এই শ্লোকটির টীকা দিয়েছেন এইভাবে :-

১৪.

''রূপয়তি উপমানোপমেয়য়োরভেদারোপণং
করোতীতি রূপকমিতি ব্যুৎপত্তিঃ । অস্যিন্নর্থে
রূপকমিতি নিত্যনপুংসকলিঙ্গঃ শব্দ কারকমিতিবৎ ।'' [১৪]

প্রকৃত বিষয় গোপন করাকে বলা হয় নিরপহ্নব, যেখানে প্রকৃত বিষয় গোপন না করে উপমেয়ে উপমানের আরোপ হয়, সেখানে রূপক অলংকার হয় । রূপকে উপমেয় ও উপমানের মধ্যে অভেদ কল্পনা করা হয় । সমাসবদ্ধ একই শব্দ সমাসের ব্যাসবাক্যের উপর অর্থের দিক হতে নির্ভরশীল । উদাহরণ'মুখচন্দ্র' শব্দটি । এটি একটি সমাসবদ্ধ পদ – এর মূলে দুটি শব্দ আছে – মুখ ও চন্দ্র, এই শব্দ দুটি'রূপক' সমাস গঠন করলে ব্যাসবাক্য হবে''মুখরূপ চন্দ্র''। কিন্তু উপমিত সমাসে ব্যাস বাক্য হবে মুখ চন্দ্রের মত । রূপক সমাসের ক্ষেত্রে উপমানেরই প্রাধান্য – উপমান উপমেয়কে ধর্ম্ম করে ক্রিয়ার অর্থে অন্বিত হয় । আর উপমাতে বর্ণনাই প্রধান উদ্দেশ্য বলে উপমেয়েরই প্রাধান্য – উপমেয় উপমানকে ধর্ম্ম করে ক্রিয়ার অর্থে অন্বিত হয় । তার ফলে''মুখচন্দ্র প্রকাশ পায়''ইত্যাদি বাক্যে প্রকাশ শব্দ'প্রভা' স্বরূপ বলে চন্দ্রেতেই সম্ভব, মুখে অসম্ভব বলে'প্রকাশতে' এই পদটি রূপকেরই বাধক এবং একই অর্থে উপমার বাধক হচ্ছে । সুতরাং এটি রূপকেরই ক্ষেত্র ।

দ্বিতীয়তঃ' যুবা পুরুষ প্রিয়ার মুখচন্দ্র চুম্বন করে' এই বাক্যে চুম্বন শব্দ মুখসংযোগ বোঝায় বলে মুখেই সম্ভব এবং চন্দ্র অসম্ভব বলে চুম্বতি' এই পদটি উপমারই বাধক এবং রূপকের বাধক হওয়ায় উপমা হয়েছে অর্থাৎ সমাসটি উপমিত সমাস ।

তৃতীয় : উদাহরণ'সুন্দর বদনাম্বুজ' এ ক্ষেত্রে বদন ও অম্বুজ উভয়ের সাধারণ ধর্ম্ম 'সুন্দর এর উল্লেখ থাকায় এক্ষেত্রে উপমিত সমাস না হয়ে রূপক সমাস হয়েছে । এখানে 'সুন্দর'শব্দটি উপমায় বাধক এবং রূপকের সাধক হয়েছে ।

১৪। সাহিত্য দর্পনঃ | টীকাকার হরিদাস সিদ্ধান্ত-বাগীশ ১০ম পরিচ্ছেদ
পৃঃ - ৬২০ ।

ডঃ সুধীর কুমার দাশগুপ্ত তাঁর 'কাব্য - শ্রী' গ্রন্থে বলেছেন, বর্ণনীয় বিষয়ে উপমান অর্থাৎ আক্ষিপ্ত বস্তুর অভেদ আরোপ করা হইলে রূপক অলঙ্কার হয় । ''[১৫] উদাহরণ স্বরূপ 'মুখ নহে, চাঁদ ''— এই উদাহরণটিতে যে চাঁদের আরোপ, তাতে মুখকে অস্বীকার করা হয়েছে, তাই অলংকার রূপক নয় । কিন্তু ''মুখ - চাঁদ জ্যোৎস্না ছড়ায় ।'' এখানে মুখ স্বীকৃত হয়ে চাঁদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় এবং একমাত্র চাঁদের ধর্মই ব্যক্ত করায় অলংকার এখানে রূপক হয়েছে । সুতরাং বোঝা যাচ্ছে উপমান ও উপমেয়ের অভেদত্ব কাল্পনিক, এখানে উপমেয়কে অস্বীকার করা হয় না তাকে স্বীকার করে আক্ষিপ্ত বস্তু বা উপমানকে প্রধান করা হয় । এই প্রধান্য বোঝা যায় গুণ বা ক্রিয়ার বর্ণনা হতে । রূপকালঙ্কারে একমাত্র উপমানেরই ধর্ম প্রকাশ পায় । অধ্যাপক শ্যামাপদ চক্রবর্তী মহাশয়ের অভিমত অনুরূপ । তিনি 'অলঙ্কার চন্দ্রিকা' গ্রন্থে লিখেছেন, 'রূপক অভেদ প্রধান অলঙ্করা, ঠিক অভেদ সম্বন্ধ নয় ।' উপমা অলঙ্কারে উপমেয়টি মূল্যবান, কিন্তু রূপকে মূল্যবেশী উপমানের । উপমান উপমেয়কে গ্রাস না করলেও আচ্ছন্ন করে ।'[১৬] জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী মহাশয়ও একই বক্তব্যের পুনরুল্লেখ করেছেন, ''... উপমেয়ের উপরে উপমানকে এমনভাবে স্থাপন করা হয়, যাহাতে উপমেয় উপমানের রূপেই রূপায়িত হইয়া উঠে অর্থাৎ উপমেয় উপমানের সহিত তাদাত্ম্য (একরূপতা) প্রাপ্ত হয় । উপমেয়ের উপরে উপমান - রূপ রূপিতের এই যে আরোপ, ইহাই রূপকালঙ্কারের সৌন্দর্য । এখানে উপমেয় যেন উপমানের সহিত অভিন্ন হইয়া যায়, তাই কেহঁ কেহ বলেন, ''রূপকং স্যাৎ অভেদো য উপমানোপমেয়য়োঃ — উপমানের সহিত উপমেয়ের অভেদ কল্পনাই রূপক ।'' [১৭]

১৫। কাব্যশ্রী | পৃঃ ৮৬,-১৩৬৩ ।

১৬। অলঙ্কার চন্দ্রিকা, ১৩৬১, পৃঃ ৬৫ ।

১৭। জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী | সাহিত্য দীপিকা, ১৩৬৪, পৃঃ - ২৭৭ ।

98205
26 JUL 1988
NORTH BENGAL
UNIVERSITY LIBRARY
RAJA RAMMOHUNPUR

১৬.

'রূপক' শব্দের অর্থ রূপবান, মূর্ত । প্রতিমূর্তি প্রতিকৃতিও বোঝায় । এদিকে লক্ষ্য রেখেই হয়ত আলংকারিকেরা বলেছেন রূপক হচ্ছে রূপের আরোপ । একটি উদাহরণ দিয়ে বক্তব্যকে পরিস্ফুট করা যেতে পারে ।

'এমন মানবজমিন রইল পতিত
আবাদ করলে ফলতো সোনা' —
রামপ্রসাদ

এখানে 'মানব' উপমেয়, 'জমিন' উপমান । মানবকে আবাদ করা যায় না, তাতে সোনা ফলানোও সম্ভব নয় । তাই জমির সঙ্গে অভেদ কল্পনা করে কবি 'মানব'কেই জমির রূপ দিয়েছেন । সাধারণ ধর্ম 'পতিত' 'আবাদ করা' প্রভৃতি 'জমিন' উপমানের অনুগামী । উপমেয়ের উপর উপমান আরোপিত হওয়ায় সমগ্র বাক্যটি উপমানের রূপে রূপবান হয়ে উঠেছে । এখানেই 'রূপক' অলংকারের বৈশিষ্ট্য ।

আচার্য হেমচন্দ্র তাঁর ''কাব্যানুশাসনে'' রূপকের যে বিশদ ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা সর্বসম্মত ও যুক্তিযুক্ত । সে কারণে প্রণিধানযোগ্য : — ''বিষয় here is উপমেয় and বিষয়িণ is উপমান. For a রূপক the idea of similarity is essential; when the উপমেয় and উপমান even though they are two separate things are identified with each other the figure is রূপক । অতথাভূতেইপিতথাত্বেনাধ্যবসায়: ; though the two things are not one, they are considered as being identical. রূপতি একতাং নয়তি is the etymological sense of the word রূপক Hence it is a figure that identifies two things. But though the identification is mutual, in রূপক the উপমেয় assumes oneness with উপমান that is to say,

১৭.

it completely merges into উপমান and not the otherway. The idea of similarity being as essential factor of a রূপক the statements such as 'আয়ুর্ঘৃতম্' (ghee is life itself) do not give rise to রূপক for the relation between ghee and life is no relation of likeness but that of cause and effect." ১৮

উদাহরণ দিয়ে হেমচন্দ্র লিখেছেন, "... in the line স্মরন্তি জ্যোৎস্নায়াঃ শশিমুখি চকোরাঃ etc, the words

স্মরন্তি চকোরাঃ require that the moon (and not the face) should be given prominence's that is to say, the figure must be রূপক otherwise the statement that the চকোর birds are reminded of the moon-light will no be justified.

Similarly, in the line রাজনারায়ণং লক্ষ্মী সমালিঙ্গতি - etc. রাজনারায়ণ must be taken as a রূপক compound giving prominence to the word নারায়ণ, otherwise the embracing of Laxmi will not be possible.

Thus the statement "Laxmi embraces you" goes definitely against the figure উপমা and hence the only figure here is রূপক।' ১৯

১৮। Acharya Hemachandra/Kavyanysasana 1938, Vol.II, Page- 191-192.

১৯। ঐ, Page - 231.

অলংকারশাস্ত্রে রূপক একটি অলংকার। দুটি বস্তুর মধ্যে তুলনা করতে গিয়ে রূপকের সৃষ্টি হয়েছে। যেখানে তুলনা সেই সেখানে সাধারণভাবে বক্তব্যকে উপস্থাপিত করা হয়। কিন্তু যেখানে রূপগত ব্যঞ্জনা আনার দরকার হয় সেখানে আসে রূপক। একটা সময় ছিল যখন রূপক অলংকার যোজনাতেই সার্থক কাব্যসৃষ্টি হয় বলে মনে করা হ'ত। কিন্তু পরবর্তীকালে ধ্বনিবাদ ও রসবাদ কাব্যে স্থান পাওয়ায় অলংকারের প্রাধান্য কমে যায়। কিন্তু রসের ধ্বনি সৃষ্টিতে রূপক অলংকার সবচেয়ে উপযোগী সহায়ক। রূপক বাক্যের মধ্যে অন্য একটা ভাবের অনুভূতি জাগিয়ে দিয়ে কথার মধ্যে ব্যঞ্জনা নিয়ে আসে। অকথিত বা অনির্বচনীয়কে রূপ দেয় বলেই সে রূপক। রূপক যখন নিছক অলংকার তখন সে অর্থনিরূপিত। — অতখানি অনির্বচনীয়ের ব্যঞ্জনা আনতে সে পারে না। কিন্তু যখন আপাত বক্তব্যের অন্তরালে কোন একটা ভাবের ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করতে সমর্থ হয় তখনই কাব্য সফল হয়ে ওঠে। এই জন্য সাহিত্যে কথাবস্তুটা নিত্যসত্যের মর্যাদা পায়না, ব্যক্তিগত ভাবটাই সত্য। অলংকার শাস্ত্রে রূপকের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আধুনিক রূপক বা allegoryর সম্পর্ক পর্যালোচনা করা যেতে পারে। রূপক অলঙ্কারে উপমান ও উপমেয়ের মধ্যে অভেদ কল্পনা করা হয় এবং তাতে উপমানেরই প্রাধান্য বেশী। কিন্তু আধুনিক রূপক বা allegory একটিমাত্র রূপক নয় পরস্পর সম্পর্কান্বিত অনেক রূপকের সার্থক সমষ্টি বা সমাবেশ। এর ফলে বহিরঙ্গে যেমন আখ্যানবস্তুর বর্ণাঢ্যতা ও সরসতা বজায় থাকে তেমনি তলে তলে আরেকটি তাৎপর্য সমান্তরালভাবে বহমান থেকে প্রকৃত অর্থকে দ্যোতিত করে। ধারাবাহিক উপমানগুলি পারম্পর্যের মধ্য দিয়ে একটি আখ্যানবস্তু রচনা করে। অপরপক্ষে উপমেয়ের ধারাবাহিকতা প্রচ্ছন্নভাবে বর্তমান থাকে। আধুনিক রূপক বা allegory যেন বহু রূপকের মালা, সেইজন্য তাকে পরম্পরিত রূপক বলা যেতে পারে। এই জাতীয় কাব্যকে সার্থ রূপক কাব্যও বলা হয়েছে। যেমন বলেছেন ব্রজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আশাকানন' কাব্যের প্রথম সংস্করনের বিজ্ঞাপনে উমাকালী মুখোপাধ্যায়।

অধ্যাপক সুধীরকুমার দাসগুপ্তের ভাষায় ''গূঢ়ার্থ আখ্যানময় রূপকই আখ্যান - রূপক।''[১০] এই আখ্যান আসে পরস্পর উপমানের মালা থেকে, আর উপমেয়ের মালার মধ্যে থেকে যায় allegory -র গূঢ়ার্থ।

পাশ্চাত্ত্য রূপকের সংজ্ঞাপরিচয়।

প্রাচ্য অলঙ্কারশাস্ত্রে রূপকের তত্ত্বআলোচনার পর পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে রূপকের তত্ত্ব নির্ণয় করা যেতে পারে। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে 'রূপক অর্থে Allegory শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। গ্রীক মূলশব্দটি 'allos'অর্থ'other'অর্থাৎ 'to imply something else'. কাকে "Allegory" বলা হবে সে সম্পর্কে বিভিন্ন সমালোচক বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন। সমালোচক C.S.Lewis এর মতে "It is of the very nature of thought and language to represent what is immaterial in picturable terms".[১১]

ভাষা ও ভাবনার একটি বিশেষ প্রকৃতি যা অবাস্তবতাকে ছবির মাধ্যমে উপস্থাপন করে। উদাহরণ দিয়ে Lewis বলেছেন, ধরাযাক আমরা অন্তরমধ্যস্থিত পরস্পর বিরোধী দুটি আবেগকে এবং তাদের পারস্পরিক দ্বন্দ্বকে প্রকাশ করতে চাই। বিমূর্তভাবে বর্ণনামূলক প্রকাশ পদ্ধতি ব্যবহার না করে আমরা তাকে রূপকাত্মকভাবে উপস্থিত করতে পারি। আমরা যদি রূপকাত্মক পদ্ধতিতে দুটি পরস্পর বিরোধী আবেগ যথা ক্রোধ এবং ধৈর্যকে প্রকাশ করতে চাই তাহলে আমরা প্রথমভাবে প্রকাশের জন্য মনন করি 'Iva' চরিত্র এবং দ্বিতীয় ভাব প্রকাশ করতে 'Patientia' চরিত্র কল্পনা করব। তাঁর ভাষায়,

"You can express your state of mind by inventing a person called 'Iva' with a torch and letting her contend with another invented person called Patientia. This is allegory."[১২]

Lewis 'Allegory'কে বলেছেন 'a mode of expression'ভাব প্রকাশের একটি পদ্ধতি কবিতার বিষয় অপেক্ষা গঠনেই যার অধিকার -

---

১০।সুধীর কুমার দাসগুপ্ত : কাব্য-শ্রী ১৩৬৩ পৃ: - ১৭।

১১। C.S Lewis : The Allegory of love ,1966,P - 44

১২। ঐ পৃ: ৪৫

২০.

"It belongs to the form of Poetry, more than to its content". [১৩]

Chambers'এ Encyclopaedia-তে 'Allegory'-র সংজ্ঞা নিম্নরূপ নিরূপিত,

"allegory is a method of literary or pictorial composition whereby the author or artist bodies forth immaterial things is concrete tangible images."[১৪] "allegory"

সাহিত্য ও অঙ্কন রচনার এমন একটি পদ্ধতি যার সাহায্যে লেখক ও শিল্পী অবাস্তবতাকে বাস্তবমূর্ত প্রতিরূপ দিয়ে থাকেন ।

এক্ষেত্রে লক্ষ করার বিষয় এই যে সংস্কৃত নাট্যরূপকেরও উদ্দেশ্য তাই । সংস্কৃত রূপকেও Immetirial বা বিমূর্তকে concrete বা মূর্ত করা হয়ে থাকে । অনুরূপভাবে Encyclopedia Americana-তে বলা হয়েছে, "Allegory, al 'ə- gôr -ē, is a technique of creating or interpreting works of literature, art, and music so that they will convey more than one level of meaning simultaneously." [১৫]

রূপক, সাহিত্য শিল্প ও সঙ্গীত রচনার ও ব্যাখ্যার এমন একটি কৌশল যা একই সঙ্গে একাধিক স্তরে পৌঁছে দিতে পারে পাঠককে । প্রাচ্য সাহিত্যে 'allegory' বা সাঙ্গরূপক রচনায় আমরা যে সমান্তরলতার বৈশিষ্ট্য লক্ষ করেছি এখানে সেই বৈশিষ্ট্যের দিকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে । এখানে যুগপৎ একাধিকস্তর বলতে বোঝান হয়েছে উপমানের স্তর এবং উপমেয়ের স্তর ।

১৩। C .S Lewis : The Allegory of love, 1966, P - 48 .

১৪ । ঐ, 1959, Vol 1, Page - 271 .

১৫। Angus Fletcher : Allegory, Encyclopedia Americana, Vol -1, 1829, Page- 588.

উপমাকে আশ্রয় করে রূপক গড়ে ওঠে। তার এক স্তরে থাকে বর্ণিতব্য বস্তুর আক্ষরিক অর্থ, ঘটনার সরল বর্ণনা, অথবা "conceptual solidity or continuity - "[২৬](দার্শনিক চিন্তার ঘনত্ব ও তার পরম্পরা)।

অন্য স্তরে থাকে সেই বর্ণনার এবং ভাবনার প্রতীকী ব্যঞ্জনা। প্রকৃত পক্ষে 'Personification of abstractions'[২৭] কে মনে করা হয়ে থাকে রূপকের একেবারে মূলকথা।

Encyclopedia Americana - তে Allegory- সরল ও জটিল এই দুই শ্রেণীর কথা বলা হয়েছে (Simple) (Complex).

Lafontain ও Aesopএর গল্পগুচ্ছ Simple Allegory এগুলি চরিত্রের কার্যাবলীর মাধ্যমে পাঠক মানবত্বের তাৎপর্য উপলব্ধি করে। আর John Bunyan রচিত 'Pilgrim's Progress'কে বলা হয়েছে complex allegory. প্রথম স্তরে বা বহির্বৃত্তে মানুষের পরিভ্রমনের গল্প, দ্বিতীয় স্তরে বা অন্তরবৃত্তে খ্রীষ্টীয় জীবনই একমাত্র আধ্যাত্মিক তীর্থস্থান এই অর্থ পরিবহণ করে। Allegory পাশ্চাত্তে মধ্যযুগের রচনার একটি বিশেষ এবং জনপ্রিয় বৈশিষ্ট্য। বিশেষ করে এই জাতীয় রচনা ধর্ম যাজকদের আনুকূল্যপেত। পাশ্চাত্যের দীর্ঘকালীন প্রচলিত ও ধর্মানুমোদিত এই সাহিত্যরীতি সম্পর্কে কতকগুলি মন্তব্য নানা কোষ গ্রন্থ থেকে উদ্ধার করা যেতে পারে -

---

২৬। Rosemond Tuve/Allegorical Imagery, some Mediaeval Books and their Posterity 1977, Page-22.

২৭। ঐ পৃঃ - ২৫।

১২.

ক) "Allegory is the intentional conveying by means of symbol and image of a further, deeper meaning than the surface one."[১৮]

খ) "An allegory exists when one or more meanings, additional and parallel to the literal sense, and distinct from it, are embodied in story or image."[১৯]

গ) "Allegory is a term denoting a technique of literature which in turn gives rise to a method of criticism."[০০]

Encyclopedia ব্যতিরেকেও দেখা যায় বিভিন্ন সমালোচকগণ বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন।

M. Pauline Parker লিখেছেন, "Allegory is not a literary device which can be outgrown or superseded. As soon as a statement is to be made about immaterial realities, figure of speech must enter and is accepted as a matter of course."[০১]

H.M. Percival বলেছেন, "The allegory, using concrete personifications to represent abstractions"[০২] বাস্তব ব্যক্তিত্ব আরোপে 'রূপক' ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

১৮। Encyclopeadia Britannica, 1768 - Vol.I, P.641, Writer-J.W.T.

১৯। Cassell's Encyclopaedia - 1973, Vol.I, P -

০০। Princeton Encyclopaedia of Poetry and Poetics 1975, P-12.

০১। The Allegory of the Faeric Queene, Introductory IX, 1960

০২। Spenser, the Faeric Queene- Introduction, 1960, P-31.

২৩.

এলিজাবেথীয়ান আলঙ্কারিক —— John Hoskins

অনুরূপ মন্তব্য দিয়ে লিখেছেন, "Basically, allegory is a device by which something stands for something else : usually, an abstract idea is made concrete or personified." [৩৩]

উপরিউক্ত মন্তব্যগুলি থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছই যে 'allegory' পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য ও শিল্পের ভাব প্রকাশের একটি বিশেষ কৌশল। এই কৌশল বা পদ্ধতির সাহায্যে অমূর্ত ভাবকে মূর্ত করে তোলা যায় বা অমূর্ত ভাবনার উপর মনুষ্যত্ব আরোপ করে তাকে চিত্রবৎ বাস্তব করে তোলা সম্ভব। শুধু এই নয়, allegory একই সঙ্গে দুটি অর্থ পরিবহন করে, বহিরার্থের অন্তরালে গূঢ়ার্থ নিহিত থাকে। Allegory - র মধ্যে আপাতিক অর্থের অন্তরালে একটি সম্পর্কান্বিত গভীরতর অর্থের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। সমালোচকেরা বারবারই দেখাতে চেয়েছেন আক্ষরিক অর্থের চেয়ে অতিরিক্ত একটি অন্তরাল অর্থের অস্তিত্ব রূপকসাহিত্যকে অন্য সাহিত্য শাখা থেকে স্বতন্ত্র করে দেয়। Allegory. র মূল বৈশিষ্ট্যই হলো এককথার বলার মধ্য দিয়ে অন্যকথার দ্যোতনা করা।

এই প্রসঙ্গে আমরা আলোচনা সমাপ্ত করতে পারি পাশ্চাত্ত্য রোমান্টিক সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সমালোচক Coleridge এর উক্তি উদ্ধৃত করে। Coleridge এর নিম্নোদ্ধৃত বাক্যের মধ্যে আমরা allegory বা রূপকের একটি সামগ্রিক মন্তব্য পেতে পারি।

৩৩। K.W. Gransden/Allegory : Spenser: The Faeric Queene/ Influences and Ideas P-17.

১৪.

"The true sense is this, - the employment of one set of agents and images to convey in disguise a moral meaning, with a likeness to the imagination, but with a difference to the understanding - those agents and images being so combined as to form a homogeneous whole ..." [০৪]

একগুচ্ছ চিত্রকল্প, বাকপ্রতিমা বা ইমেজের মধ্য দিয়ে একটি প্রচ্ছন্ন তাৎপর্যবেশী নৈতিক অর্থেরদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করা হয় রূপক সাহিত্যে। Coleridge যাকে চিত্রকল্প বা Image বলেছেন তাকে অলংকার শাস্ত্রে উপমান বলা হয়েছে। কোন শক্তিতে এই চিত্রকল্প বা Image গূঢ় নৈতিক অর্থের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করতে পারে? এই প্রশ্নের জবাব Coleridge নিজেই দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে আমরা বুদ্ধি দিয়ে জানি যে চিত্রকল্প Image বা উপমানের সঙ্গে গূঢ়ার্থ বা উপমেয়ের পার্থক্য আছে। কিন্তু কল্পনা বলে সে পার্থক্য ভুলে গিয়ে আমরা সাদৃশ্য আবিষ্কার করি। আর সেই সাদৃশ্যের জোরেই চিত্রকল্প বা উপমান প্রচ্ছন্ন নৈতিক গূঢ়ার্থের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করতে পারে।

প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সাহিত্যে রূপকের ব্যবহার :-

প্রসঙ্গত রূপকের ব্যবহারে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য প্রবণতার মধ্যে পার্থক্যের দিকে সংক্ষেপে দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে। প্রাচ্য সাহিত্যে 'রূপক' বলতে বিষয় ও বিষয়ীর অভেদত্ব কল্পনা করা হয়েছে। এখানে বিষয় (উপমেয়) এবং বিষয়ী (উপমান) উভয়েই উভয়কে নির্দেশ করে একাত্মতা প্রাপ্ত হয়। নাট্যরূপকের পর্যালোচনা থেকে বলা যায় যে রূপকের আরেকটি তাৎপর্য প্রত্যক্ষায়ণ বা রূপায়ণ, ভাবকে দৃশ্যগোচর করে তোলা।

০৪। Coleridge Literary Criticism, PP-137-138.

অন্যপক্ষে প্রতীচ্য সাহিত্যে 'রূপক' ব্যবহৃত হয়েছে ভাব-প্রকাশের বা ব্যাখ্যার কৌশল বা পদ্ধতি হিসেবে।

এ্যারিস্টটল তাঁর 'কাব্যতত্ত্বে' ''রূপক' ব্যবহারের নাতিবিস্তৃত আলোচনা করেছেন, ''রূপক শব্দ হল সেগুলি, যে গুলির অর্থ মূলত একটি শ্রেণী বোঝালেও, উপশ্রেণী বোঝাতে ব্যবহার করা হয়, কিম্বা সাদৃশ্য বোঝাতে ব্যবহার করা হয়। মূল শ্রেণী থেকে উপ-শ্রেণীতে অর্থের স্থানান্তরের উদাহরণ ... (ঐ দাঁড়িয়ে আছে আমার জাহাজ) -- এখানে 'নোঙর ফেলে রাখা', দাঁড়িয়ে থাকার উপশ্রেণী। আবার উপশ্রেণী থেকে মূল-শ্রেণীতে অর্থের স্থানান্তরের উদাহরণ : ...(ওদুসেউস হাজার হাজার মহৎ কাজ করেছেন) —'হাজার হাজার' অর্থে 'অনেক' বোঝাচ্ছে। এবারে এক শ্রেণী থেকে অন্য শ্রেণীতে স্থানান্তরের উদাহরণ ...(ব্রোঞ্জের দ্বারা তার প্রাণ বার করা) এবং ... (কঠিন ব্রোঞ্জ দিয়ে ছিন্ন করা | কাটা) (প্রথম বাক্যের ব্রোঞ্জ বলতে ছুরি বোঝাচ্ছে, আর দ্বিতীয় বাক্যের ব্রোঞ্জ বলতে বোঝাচ্ছে গ্রীসের শল্যবিদ্যায় ব্যবহৃত একরকম পাত্র।) এখানে 'বারকরা'-র অর্থ হল 'ছিন্ন করা' এবং 'ছিন্ন করা'-র অর্থ হল 'বার করা' এবং দুটি ক্রিয়াই 'অপসারণ' শ্রেণীর অন্তর্গত।

সাদৃশ্যমূলক রূপকের অর্থ হল যখন দ্বিতীয় এবং প্রথমের মধ্যে যে সম্পর্ক, এবং চতুর্থ আর তৃতীয়ের মধ্যে সেই সম্পর্ক, তখন কবি দ্বিতীয়ের পরিবর্তে চতুর্থ এবং চতুর্থের পরিবর্তে দ্বিতীয় (বিষয়) ব্যবহার করতে পারেন। এবং কখনও কখনও যে শব্দ-টিকে রূপক অর্থে ব্যবহার করা হ'ল তার সঙ্গে যুক্ত কোন শব্দও রূপকের সঙ্গে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। যেমন দিওনুসুস্-এর কাছে একটি পানপাত্র যা, আরেস এর কাছে একটি বর্মতাই। তাঁলে কবি পানপাত্র বোঝাতে বলতে পারেন 'দিওনুসুসের বর্ম', আবার বর্ম বোঝাতে বলতে পারেন 'আরেসের পানপাত্র'। কিম্বা জীবনের সঙ্গে বার্ধক্যের যে সম্পর্ক, দিনের সঙ্গে সন্ধ্যার সেই সম্পর্ক, কাজেই সন্ধ্যাকে বলা যেতে পারে 'দিনের বার্ধক্য' আর বার্ধক্য না বলে এম্পেদোক্লেসের ভাষায় বলতে পারি 'জীবনসন্ধ্যা' কিম্বা 'জীবনের সূর্যাস্ত।'

২৬.

কখনও কখনও সাদৃশ্যের বিভিন্ন দিক বোঝাবার উপযুক্ত শব্দ পাওয়া যায় না, কিন্তু তাতে রূপক ব্যবহার আটকায় না। যেমন 'বীজ ছড়ানো' বোঝাতে 'বপন' শব্দ ব্যবহার করতে পারি, কিন্তু ''সূর্যের আলো ছড়ানো'' বোঝাতে কোন শব্দ নেই। সেই (অজ্ঞাত) শব্দটির সঙ্গে আলোর ছড়াবার যে সম্পর্ক, বপনের সঙ্গে বীজ ছড়ানোর সেই সম্পর্ক — সেই জন্যই সূর্য সম্বন্ধে (কবি) বলেছেন (সূর্যতার) ''স্বর্গীয় কিরণ বপন করছে।'' .....[৩৫]

রূপক ব্যবহার মানুষের একটা মৌলিক প্রবণতা : -

একথা সত্য যে রূপক সম্পর্কিত ধারণায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে কোন কোন গভীর পার্থক্য আছে। কিন্তু এই পার্থক্য সত্ত্বেও রূপকের বিশেষত্বের মধ্যে যে মৌলিক সাদৃশ্য বর্তমান এটাও সত্য। ভাবকে মূর্ত করা, একের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করা — পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য উভয় রূপকেরই লক্ষণ, দুই স্বতন্ত্র সভ্যতার মধ্যে যখন আমরা এরূপ সাদৃশ্য লক্ষ্য করি তখন স্বভাবতঃই প্রশ্ন ওঠে রূপকের প্রবণতা মানুষের একটি স্বাভাবিক মৌলিক প্রবণতা কিনা।

স্বতঃই 'রূপকে'র ব্যবহার মানুষের স্বভাবের একটি স্বাভাবিক প্রবণতা। এক অর্থে মানুষ মাত্রই প্রতিমা পূজক। সেকারণে যে কোন বিমূর্ত ভাবকে রূপ দিতে, মূর্ত করে তুলতে চায় মানুষ। গ্রীক বা ভারতীয় দেবমণ্ডলী কল্পনার পিছনে এই প্রবণতাই সক্রিয়। প্রাণের সৃষ্টি, স্থিতি, ও সংহারের দেবতারূপে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বরের কল্পনা এর কারণেই ঘটেছে। পাশ্চাত্য সৌন্দর্যরূপ বিমূর্ত ভাবকে রূপ দেওয়া হয়েছে দেবী Venus এর মধ্যে, রণোন্মাদনা — বিমূর্তভাব রূপ পরিগ্রহ করেছে দেবী Mars এর মধ্যে। বজ্রপাতের কারণ হিসেবে বরুণকে কল্পনা করেছে মানুষ এই ভাবেই। এইভাবেই দেশে বিদেশে

৩৫। শিশির কুমার দাশকৃত অনুবাদ | কাব্যতত্ত্ব : আরিস্টটল, ১৯৭৭ পৃ -৫১ - ৬১।

দেবকল্পনা এবং পুরাণ কল্পনা প্রমাণ করে যে abstract - বা বিমূর্তভাবকে মূর্ত করতে চাওয়া সর্বজাতিক মানুষের সাধারণ প্রবণতা।

মানুষের এই প্রবণতা কবির মধ্যে আরও প্রবল। কারণ কবির কাজ ভাবকে রূপ দেওয়া। রূপময় জগতের আড়ালে ভাবময় সত্যকে সন্ধান করেন দার্শনিক। আর কবির গতি বিপরীত মুখী। তিনি ভাবকেও রূপময় করে তুলতে চান। সেই কারণে কবিতার উপমা কোন ভাবেই পরিত্যাগযোগ্য অলংকার নয়, কেননা উপমার মধ্য দিয়ে কবির অন্তর্নিহিত ভাবমূর্ত হয়, অবয়বত্ব লাভ করে, সাকার হয়ে ওঠে। উপমেয়ের যে ভাবজগত উপমানের সাহায্যে তাই রূপের প্রতিম অর্জন করে, আর উপমেয় ও উপমানের মধ্যে অভেদ কল্পনায় রূপকের সৃষ্টি।

সংস্কৃত আলংকারিকেরা কবির সৃষ্টিকে প্রকারান্তরে কোন নিত্য অপরিবর্তনীয় চিন্ময় ভাবের রূপক সৃষ্টি' বলেই নির্দেশ করেছেন। [৩৬] তাঁরা ব্যাস, বাল্মীকি, কালিদাস প্রমুখের কাব্য আলোচনা করে দেখিয়েছেন এক ধরণের ভাবের রূপসৃষ্টিতে প্রাচীন কবিদের কাব্য সার্থক হয়েছে। কবি কল্পিত শকুন্তলা, সীতাদেবীও বিশেষ আদর্শের প্রতীক। শকুন্তলা কেবল প্রেয়সী নন, তিনি কান্তারূপে সাধারণ সহৃদয় চিত্তভূমিতে আর্বিভূতা। আর সীতাদেবী সমস্ত ঐতিহাসিকতা বিসর্জন দিয়ে দেশকালবিনির্মুক্ত নায়িকার আদর্শ প্রতীক রূপে প্রতিষ্ঠিতা। তখন তিনি রাজর্ষি জনকের পুত্রী নন, মহারাজ দশরথের কুলবধূও নন, তিনি একটি চিরন্তন আদর্শমাত্র।

৩৬। ভবতোষ দত্ত। রূপকের ঐতিহ্য ও রবীন্দ্রনাথ। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, বর্ষ - ৬৬, সংখ্যা - ৩ - ৪।

২৮.

রবী-দ্রনাথ আমাদের দেশের পুরাণ, উপপুরাণ মহাকাব্য প্রভৃতি কাহিনীগুলি থেকে রূপক অর্থ নির্ণয় করে' ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা' নামে একটি প্রবন্ধ রচনা করেছেন। তিনি ভারতীয় সংস্কৃতির যা ব্যাখ্যা করেছেন তার অনেকটাই রূপকাশ্রয়ী। উপনিষদের ছোট ছোট গল্পগুলি নিছক গল্প নয় চির-তন সত্যের রূপক হিসাবেই তাদের মূল্য। সত্যকাম - জবালা, যাজ্ঞবল্ক্য-, মৈত্রেয়ী, মৃত্যু ও নচিকেতা, বারুণি ভৃগু, উমা, হৈমবতী, এক বৃন্তে দুই পাখি প্রভৃতির গল্প স্পষ্টতই রূপক।

রবী-দ্রনাথ রামায়ণের কাহিনীকে রূপক মনে করতেন। তার পরিচয় আছে ভারতবর্ষের ইতিহাসের ব্যাখ্যায় এবং' রক্তকরবী' নাটকের ব্যাখ্যায়। তিনি বলেছেন রাম অর্থে শান্তি, রাবণ অর্থে চিৎকার। তিনি মহাভারতের অসংখ্য ছোট ছোট কাহিনীর মধ্যে জীবনের ভাবসত্যের রূপায়ণে রূপকের সন্ধান করেছেন। কালিদাসের তিনখানি কাব্যই - মেঘদূত, কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা - রবী-দ্রনাথের ব্যাখ্যায় তিনটি রূপক কাহিনীতে পরিণত হয়েছে মেঘদূতের অপূর্ব ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন —'' পূর্ব মেঘে বহু বিচিত্রের সহিত সৌন্দর্যের পরিচয় এবং উত্তর মেঘে সেই একের সহিত আনন্দের সম্মিলন। পৃথিবীতে বহুর মধ্য দিয়া সেই সুখের যাত্রা এবং সূর্যালোকে একের মধ্যে সেই অভিসারের পরিণাম।'' - ৩৭.

৩৭। রবী-দ্রনাথ। ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা। মেঘদূত।
রবীন্দ্ররচনাবলী - ১০।

২১.

রবীন্দ্রনাথ নানা জায়গায় নানা প্রসঙ্গে সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনা করে দেখিয়েছেন, রামায়ণ, মহাভারত, কুমারসম্ভব, মেঘদূত, শকুন্তলা — সমস্ত শ্রেষ্ঠ কাব্যগুলিই কোন না কোন ভাবের রূপরচনা। কেননা ভারতবর্ষের কবির কাছে ভাবের সত্যটাই যথার্থ সত্য, বাস্তবটা রূপকের আবরণ রচনা করে মাত্র। '' বৌদ্ধজাতক কাহিনীতে, বেতাল পঞ্চবিংশতিতে বাণভট্টের কাদম্বরীতে বস্তুত সার্থক ও গভীর শিল্পসৃষ্টি মাত্রেই এই লক্ষণ অত্যন্ত স্পষ্ট। এমনকি এই কল্পনাভঙ্গি আমাদের দেশে এমনই ছড়িয়ে আছে যে নব্যভারতীয় ভাষা - সাহিত্যে এই লক্ষণ ধাঁটি ভারতীয় মনঃ প্রকৃতির সঙ্গে এক অখণ্ড যোগ রচনা করেছে। বাংলার চর্যাপদকে যদি সার্থক সাহিত্য হিসাবে স্বীকার নাও করি, তবু স্বীকার করতে হবে যে উপনিষদের মন্ত্রের রূপকভঙ্গির সঙ্গে এদের মিল আছে। সাহিত্য হিসাবে সর্ব স্বীকৃত বৈষ্ণবপদাবলীর ব্যাখ্যা বাহুল্য মাত্র। বৈষ্ণব ভক্তরা নাকি এদের রূপক বলে মনে করেন না, সত্য বলেই মনে করেন। যে অর্থে দুষ্মন্ত - শকুন্তলার মিলন রূপক নয় — সত্য, সেই অর্থে বৈষ্ণব পদাবলীর কৃষ্ণ কাহিনী শুধু কেন, মঙ্গলকাব্যে বেহুলার স্বামীকে শিবলোক থেকে ফিরিয়ে নিয়ে আসাও রূপক নয়, সত্য। আমরা একাল থেকে সেকালের চিন্তার এই ভঙ্গিকে রূপকই বলব।'' - ৩৮.

ভারতীয় পুরাণ উপপুরাণের ন্যায় পাশ্চাত্য পুরাণেও (Myth)রূপকের ব্যবহার অপ্রতুল নয়। গ্রীক ও রোমানরা তাদের Myth - এ প্রচুর পরিমাণে রূপকের ব্যবহার করেছিলেন। Ceres এবং Proserpine মানুষের অনৈতিকতা এবং মৃত্যুর পর পুর্নজন্মের রূপক। Orpheus - এর কাহিনীও একটি রূপক।

৩৮। ভবতোষ দত্ত। রূপকের ঐতিহ্য ও রবীন্দ্রনাথ। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা। বর্ষ - ৬৬, সংখ্যা - ৩ - ৪।

Orpheus এবং তার বাঁশি মানুষের আত্মার উজ্জ্বল শক্তি এবং উচ্চবুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। অন্যপক্ষে Eurydice - ক্ষুধার্ত বা তৃষ্ণার্ত শক্তি যা শয়তান ও মৃত্যুর পরিচায়ক। আবার Virgil's Aeneid -এ ''The descent of Aeneas is an allegory of the dark night of the soul as it is tempered to become the instrument of divine purpose. '' - ৩১। গ্রীক্ ও রোমান সাহিত্যে এরূপ রূপকের ব্যবহার সুচারই চোখে পড়ে।

ভারতীয় পুরাণ কল্পনায় এবং পাশ্চাত্ত্য Myth - এ আমরা লক্ষ করি প্রাকৃতিক ঘটনাগুলিকে দেব কল্পনার মধ্য দিয়ে উপস্থাপিত করা হয়েছে। আদিম মানুষ নৈসর্গিক ঘটনার ব্যাখ্যা হিসাবে এইসব দেবকল্পনা করেছেন। দেব - কল্পনার মধ্যে যে মানসিক প্রবণতা কাজ করেছে, মনে হয় কাব্যের রূপক সৃষ্টির মধ্যেও ব্যাপকার্থে সেই প্রবণতা সক্রিয় ছিল। অজ্ঞাত নৈসর্গিক ঘটনাকে যেমন এক দেবতার প্রতিমার মধ্যদিয়ে রূপ দিতে চেয়েছে মানুষ তেমনি রূপকেও বিমূর্তভাবকে দিতে চেয়েছে ' মূর্ততা', প্রত্যক্ষতা। আমাদের মানসিক অবস্থাগুলি আমাদের কামনা, দুশ্চিন্তা, উদ্বেগ যখন স্বপ্নের মধ্যে চিত্রলতা লাভ করে তখন হয়ত একই প্রবণতা কাজ করে। বিমূর্ত উদ্বেগ স্বপ্নের মধ্যে মূর্তি নেয় অনুরূপ কোন চিত্রকল্পের মধ্য দিয়ে। রূপক রচনাতেও উপমেয় রূপকের উপমানের মধ্য দিয়ে। অবশ্য এ প্রসঙ্গটি অনেক গভীরতর, অনেক ব্যাপকতর অনুসন্ধানের বিষয়। কাব্যসাহিত্যে অভিজ্ঞতার সঙ্গে এই বিষয় অনুসন্ধান করতে গেলে নৃতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, পুরাণতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ে গভীর অধ্যয়ন প্রয়োজন। বিষয়টি যেহেতু প্রত্যক্ষভাবে আমাদের গবেষণা পরিধির অন্তর্গত নয় সেই কারণে এই ইঙ্গিতটুকু মাত্র দিয়ে শান্ত হওয়া ছাড়া কোন উপায় নেই।

৩১। John Mac Queen/ Allegory/ 1970, P - 51